রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৪ সনের ২৬ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২৭, ২০২৪

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩১৯—৩৩০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৯৩—১০১৬
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬০১—৬১৬
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৬৯—৭০
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২১ মাঘ ১৪৩০/০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-**৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৪.০০৮.২০.৬৮**—যেহেতু, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তরের বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের (উপ-নিবন্ধক) কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দ:বি: ৪০৯/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের (২নং আইন) ৫ (২) ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২), ৪(৩) ধারা মোতাবেক মেট্রো: বিশেষ মামলা নং-৯৮/২০১৯ মামলা দায়ের করা হয় এবং ঢাকা মহানগর স্পেশাল জজ আদালতের আদেশে বিগত ২৬-০৯-২০১৯ তারিখে তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়;

২। যেহেতু, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ০২-০৩-২০২০ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.০৪.০০৮.২০.১২০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

৩। যেহেতু, দুদকের ০২-০৫-২০২৩ তারিখের ০০.০১. ২৬০০.৬০৩.০২.০১৯.১৯.১৫৬০৯ সংখ্যক আদেশ মোতাবেক মামলার চার্জশীট হতে অব্যাহতি প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ, ঢাকা এর ০৩-০৮-২০২৩ তারিখের আদেশে মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেন; এবং

৪। যেহেতু, উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল দায়ের হয়নি এবং তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনো অভিযোগ/মামলা চলমান নেই;

৫। সেহেতু, সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ এর ৩৯(৩) ধারা অনুযায়ী জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে সরকারি চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস,

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

পার্ট-১ এর বিধি-৭২ অনুযায়ী তার সাময়িক বরখাস্তকালকে কর্মকাল হিসাবে গণ্য করা হলো এবং তিনি সাময়িক বরখাস্তকালের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ হামিদা বেগম
সিনিয়র সচিব।

প্রতিষ্ঠান শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৪ মাঘ ১৪৩০/০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৭.০০.০০০০.০৩৩.০৬.০০২.২৪-৮১—শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর এর পরিচালনা বোর্ড গঠনের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন-২০২৩ এর ধারা ৭ এর ৭(১) উপধারার (ধ) দফা মোতাবেক এর সদস্য হিসেবে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নির্দেশক্রমে মনোনয়ন প্রদান করা হলো:

১। জনাব মির্জা আজম, মাননীয় সংসদ সদস্য, জামালপুর-৩।

২। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মাননীয় সংসদ সদস্য, জামালপুর-৫।

০২। উক্ত আইনের ধারা ৭ এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী সদস্যগণকে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হলো। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় এ মনোনয়ন বাতিল করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনিচুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪৩০/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩.৩২২—আদাবর থানার মামলা নং-১৮, তারিখঃ ২১-০৮-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী,২০১৩)}-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৩২৩—যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং-৪৩, তারিখঃ ১৭-১২-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯(৩)/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং- ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.২৩-৩২৫—শাহাবাগ থানার মামলা নং-৩০, তারিখঃ ৩০-০৩-২০২১ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন,২০০৯{(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} -এর ৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ০২ ফাল্গুন ১৪৩০/১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং- ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫১—কক্সবাজার জেলার টেকনাফ মডেল থানার মামলা নং-৮৭/৮০৯, তারিখঃ ২৮-০৮-২০২২ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫২— ঢাকা জেলার রমনা মডেল থানার মামলা নং-১৭, তারিখঃ ২৮-০৩-২০২৩খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-**৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫৩**— ঢাকা জেলার বনানী থানার মামলা নং-০৩, তারিখঃ ০২-১২-২০২২খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী,২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/(৩) ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং-**৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২২-৩৫৪**—ঢাকা জেলার তেজগাঁও থানার মামলা নং-৩২, তারিখঃ ২৫-১২-২০২২খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ৫ ফাল্গুন ১৪৩০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩৩.১৮-৩৫৫/**১**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মুন্সিগঞ্জ এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার মামলা নং-২৫, তারিখ: ১৬-০২-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৫ ফাল্গুন ১৪৩০/১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-**৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.১৯-৩৫৭**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার মামলা নং-১৮, তারিখ: ৩১-০৭-২০২৩ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশাফুর রহমান
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-**৩৭.০০.০০০০.০৯৫.০২৭.২.২০১৮.৮৯**—যেহেতু, ড. মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক (ইসলাম শিক্ষা), ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর বিরুদ্ধে ঢাকার, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-১১৮ তারিখ ৩০-০৮-২০১, জি/আর নং-৭৯৩/২০১৭ ধারা ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(১)(ক)১৫(৩) দায়েরের প্রেক্ষিতে ৩০-০৮-২০১৭ তারিখে বিজ্ঞ বিচারক তাঁকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন এবং বিএসআর (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি এর নোট-২ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অফিস মেমোরেন্ডাম নং ED(Reg.VII)S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ ২১ নভেম্বর ১৯৭৮ অনুযায়ী তাঁকে ৩০-০৮-২০১৭ তারিখ থেকে ভূতাপেক্ষাভাবে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত, ১০ নং মহানগর বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা তাঁকে বিচার শেষে উক্ত মামলার দায় হতে বেকসুর খালাস প্রদান করেন;

সেহেতু, ড. মুহাম্মদ মাকছুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক (ইসলাম শিক্ষা), বাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-এর ৩৯(৩) ধারা অনুযায়ী প্রত্যাহার করে তাঁকে সরকারি চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি-৪২(বি) অনুসারে তাঁর সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য করা হলো এবং তিনি বরখাস্তকালীন সময়ের পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সোলেমান খান
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৪ ফাল্গুন ১৪৩০/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

নং-**৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১০.২১-১৩৫**—যেহেতু, জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী, প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা বৃহত্তর যশোর জেলায় মৎস্য চাষ উন্নয়ন প্রকল্পে উপপ্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত থাকাবস্থায় প্রকল্পের আউটসোর্সিং নারী কর্মচারীর সাথে অপকর্মে জড়িত থাকার অভিযোগ তদন্ত করার জন্য ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি অভিযোগটি সরেজমিনে তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে নারী ঘটিত অপকর্মের ঘটনা সত্য মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করে; এবং

০২। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রকল্পের আউটসোর্সিং নারী কর্মচারীর সাথে অপকর্মে জড়িত হয়ে মোবাইল ক্যামেরার মাধ্যমে অশ্লীল স্থিরচিত্র ধারণ ও সংরক্ষণের মাধ্যমে

নৈতিক চরিত্র স্খলন ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়েছেন যা চাকরিস্থলের শৃঙ্খলার জন্য হানিকর এবং সরকারি কর্মচারীর পক্ষে শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজের পরিচয় দেওয়ার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ (Misconduct)'- এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪-০৬-২০২১ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল), বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপসচিব জনাব আ.ন.ম. নাজিম উদ্দীন-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযোগ প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো মতামত না থাকায় তাকে পুনরায় তদন্তের জন্য বলা হয়। ইতোমধ্যে তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে বদলি হওয়ায় তাকে তদন্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে উক্ত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ৩(তিন) জন উপসচিবের সমন্বয়ে একটি তদন্ত বোর্ড গঠন করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্ত বোর্ড গত ২৮-১১-২০২৩ তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ ' এর অভিযোগ সত্য মর্মে মতামত প্রদান করে; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী প্রমাণিত 'অসদাচরণ (Misconduct)'-এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তিনি গত ১১-০১-২০১৪ তারিখ ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন; এবং

০৬। সেহেতু, জনাব বিশ্বজিৎ বৈরাগী, প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালগঞ্জ বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে এবং অপরাধের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ (Misconduct)' -এর অভিযোগে দোষী সাবস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারির তারিখ হতে তার বেতন জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ৫ম গ্রেডে ৪৩,০০০—৬৯,৮৫০/- টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতন ৬৬,৮৪০/- টাকা হতে বেতন গ্রেডের নিম্নতর ৫৩,৬১০/- টাকা ধাপে মূল বেতনে অবনমিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। লঘুদণ্ড প্রদান আদেশের তারিখ হতে তার মূল বেতন ৫৩,৬১০/- টাকা হতে কার্যকর হবে। তিনি কোনো ধরনের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৭। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং-৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১৭.২২-১৩৬—যেহেতু, জনাব ফাহিমা নাসরীন, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, দিঘলিয়া, খুলনা গত ১২-০১-২০২০ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাকে সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর,দিঘলিয়া, খুলনা কর্তৃক ১৯-০১-২০২০ তারিখ, ০২-০২-২০২০ ও ১৬-০২-২০২০ তারিখে এবং মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১৪-০২-২০২১ তারিখ, ১৮-০৩-২০২১ তারিখ ও ২৯-১১-২০২১ তারিখে মোট ০৬ বার কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং কর্মস্থলে উপস্থিত হননি; এবং

০২। যেহেতু, তিনি ১২-০১-২০২০ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এবং কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩-০৮-২০২২ তারিখে বিভাগীয় মামলায় ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আবদুর রহমান-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ০১-০৬-২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব ফাহিমা নাসরীন এব রিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগ সত্য মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

০৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭(সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়; এবং

০৬। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০৩-০৯-২০২৩ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে তিনি ২৫-০৮-২০২২ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করে নিয়মিত অফিস করছেন মর্মে উল্লেখ করেন; এবং

০৭। সেহেতু, জনাব ফাহিমা নাসরীন, মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, দিঘলিয়া, খুলনা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে এবং অপরাধের গুরুত্ব ও সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী আনীত যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন

(Desertion)' এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী আদেশ জারীর তারিখ হতে তার বেতন ৩(তিন) বছরের জন্য 'বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি' স্থগিতকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। এ দণ্ডাদেশ বলবৎ থাকাকালীন বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না এবং তিনি কোনো ধরণের বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। জনাব ফাহিমা নাসরীন এর ১২-০১-২০২০ হতে ২৪-০৮-২০২২ তারিখ পর্যন্ত অনুপস্থিতকাল অসাধারণ (বিনা বেতনে) ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

০৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাং সেলিম উদ্দিন
সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ -৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ ফাল্গুন ১৪৩০বঙ্গাব্দ/২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং-১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭.০৭৬.২৩-৪৪—যেহেতু, জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী (গ্রেডেশন-৩৫), বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভূক্ত, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, রংপুর কে পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য ০১-০২-২০১৮ হতে ০১-১০-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৩২(বত্রিশ) মাস প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্বের প্রেষণের ধারাবাহিকতায় ০২-১০-২০২০ হতে ০২-১০-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১২(বারো) মাসের শিক্ষা ছুটি বর্ধিত করা হয়। পরবর্তীতে পুনরায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে ০১-১০-২০২১ হতে ০১-০৪-২০২২ তারিখ পর্যন্ত শিক্ষা ছুটির মেয়াদ ০৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করা হয়। জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী ০২-০৪-২০২২ তারিখ হতে অদ্যবধি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী (গ্রেডেশন-৩৫), বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভূক্ত, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, রংপুর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'এর বিধি ৩(খ) এবং (গ) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচারণ ও পলায়ন এর অভিযোগ এনে কৃষি মন্ত্রণালয় এর ২০ ফ্রেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭৬.২৩.৭৫ স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজুকরতঃ (মামলা নং ০১/২০২৩) ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ (অভিযোগনামা) ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ১ম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় বিভাগীয় মামলার পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত অভিযোগটি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২৮মে ২০২৩ তারিখ ১২.০০.০০০০.০৫৪.০৭৬.২৩.১৬৭ সংখ্যক অফিস আদেশমূলে জনাব নাছিমা খানম, উপসচিব, সম্প্রসারণ-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ এবং পলায়ন এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়' মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন;

০৪। যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও পলায়ন এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭.০৭৬.২৩.২১২ সংখ্যক পত্র মারফত 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী কেন 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান হবে না মর্মে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

০৫। যেহেতু, ২য় কারণ দর্শনো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাকে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" (Dismissal form Service) গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে ১২.০০.০০০০.০৫৪.২৭.০৭৬.২৩.২৫৯ সংখ্যক পত্র মারফত 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-কে অনুরোধ করা হয়;

০৬। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গত ২৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ৪৬৫ সংখ্যক পত্র মারফত জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

০৭। যেহেতু বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-এর পরামর্শ, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসংগিক সকল বিষয় পর্যলোচনা করে অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট-এর জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী (গ্রেডেশন-৩৫)-কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী (গ্রেডেশন-৩৫)-কে 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ ' গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব ২৯-০১-২০২৪ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন;

০৮। সেহেতু মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউচ, রংপুর-এর উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব নূরে আলম সিদ্দিকী (গ্রেডেশন-৩৫)- কে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খল ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮' এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে **অসদাচরণ ও পলায়ন** এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে বিধিমালা বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ওয়াহিদা আক্তার
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩০/২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

নং **৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০০৯.১৭.৪৩**—রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডের সাবেক পরিচালক ও চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল (সরকারের সাবেক সিনিয়র

সচিব)-কে তৃতীয় মেয়াদে তাঁর যোগাদানের তারিখ হতে ০২(দুই) বছরের জন্য উক্ত ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক ও চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগ প্রদান হ'ল।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৭ পৌষ, ১৪৩০/০১ জানুয়ারি, ২০২৪

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬৫.৭৭(১)-০১**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোহাম্মদ আসাদ আবদুল্লাহ, জন্ম তারিখ: ০৭-০৭-১৯৯৩ খ্রি. পিতা-মোহাম্মদ জাফর আলম, মাতা-উম্মে সাঈদা, গ্রাম- তোতকখালী সিকদার পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৩, ডাকঘর-পি.এম খালী, উপজেলা-কক্সবাজার সদর, জেলা-কক্সবাজার। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ০৩ নং পি.এম খালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
অডিট শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ পৌষ, ১৪৩০/০২ জানুয়ারি, ২০২৪

নং **৩৫.০০.০০০০.০১০.০১.০০৭.২৩.২**—অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর নির্দেশনা অনুযায়ী অত্র বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জন্য নিম্নোক্ত Internal Audit Unit গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা/ কর্মচারী'র পদবি	Internal Audit Unit এর পদবি	মন্তব্য
১।	পরিচালক	পরিচালক/ইউনিট প্রধান	কর্মরত
২।	৬ষ্ঠ গ্রেড কর্মকর্তা	উপ-পরিচালক	সংযুক্তি/ প্রেষণ/আউট সোর্সিং
৩।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	কর্মরত
৪।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	কর্মরত
৫।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	সহকারী পরিচালক	কর্মরত
৬।	এসএএস সুপার	সিনিয়র অডিটর	সংযুক্তি/প্রেষণ
৭।	এসএএস সুপার	সিনিয়র অডিটর	সংযুক্তি/প্রেষণ

২। অর্থ বিভাগের স্মারক নম্বর ০৭.০০.০০০০.১৫৯.২৯. ০০১.২২-৫১ তারিখ: ২৭-০৯-২০২৩ মোতাবেক প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতঃ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হলো।

৩। অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সনদ এবং ঝুঁকিভিত্তিক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ম্যানুয়াল এর পরিশিষ্ট-১ মোতাবেক এই ইউনিটের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করা হলো:

(ক) বিদ্যমান সরকারি আর্থিক প্রবিধান, নির্দেশাবলি এবং পদ্ধতির সাথে কমপ্লেয়েন্স পর্যালোচনা;

(খ) অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন;

(গ) আর্থিক এবং অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা;

(ঘ) আর্থিক এবং অপারেটিং সিস্টেমে রাখা রেকর্ড এবং রিপোর্টিং এর নির্ভরযোগ্যতা ও অখন্ডতা পর্যালোচনা করা;

(ঙ) হিসাবের সঠিকতার জন্য প্রয়োজনীয় মান অনুযায়ী বার্ষিক উপযোজন হিসাব, ফান্ড হিসাব এবং অন্যান্য হিসাব বিবরণী প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করা;

(চ) রিপোর্ট করা বা চিহ্নিত অনিয়মের তদন্ত ও সম্পদের অপচয় বা আর্থিক সম্পদ এবং সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহার বা অপব্যবহারের ঘটনাগুলির বিষয়ে তদন্ত করা;

(ছ) সরকারের বকেয়া রাজস্ব এবং অন্যান্য প্রাপ্তিসমূহ অবিলম্বে সংগ্রহ করা, ব্যাংকে জমা করা এবং সম্পূর্ণরূপে হিসাবভুক্তি নিশ্চিত করা;

(জ) পদ্ধতি এবং প্রবিধানসমূহের সাথে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ পয়েন্ট, প্রকল্প ও অন্যান্য সরবরাহ-বিতরণ ক্ষেত্রগুলি সরেজমিন যাচাই করা;

(ঝ) সময়ে সময়ে বরাদ্দের উপর বাজেটের নিয়ন্ত্রণ, প্রতিশ্রুতি, ব্যয়, রাজস্ব সংগ্রহ এবং হিসাবায়ন পর্যালোচনা;

(ঞ) আইন ও প্রশাসনিক কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার জন্য বাজেট পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা; এবং

(ট) সরকারি ভৌত সম্পদ যথাযথভাবে রেকর্ড এবং নিরাপদ হেফাজতে রাখা নিশ্চিত করা।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ কামরুল হাসান
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৪ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

নং **২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.২৭৮.২২.১৪**—যেহেতু, নৌবাহিনী সদর দপ্তরে কর্মরত সহকারী পরিচালক বেগম উম্মে সালমা (পরিচিতি নম্বর ১৫৬) নৌ সরবরাহ পরিদপ্তরের অধীন ডাক ও প্রকাশনা কার্যালয়ে ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে মে ২০২০ পর্যন্ত সময়কালে সংঘটিত আর্থিক ও দাপ্তরিক অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দরুন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা হলে নৌবাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক গঠিত তদন্ত পর্ষদ 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'-এর বুল ৭ এর সাব-বুল ২ এবং বুল ৭ এর সাব-বুল ৩ এর বিধান মতে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে বুল ৮ এর সাব-বুল ১ অনুযায়ী গুরুদণ্ড প্রদানের সুপারিশ করে;

যেহেতু, বেগম উম্মে সালমার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন করা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্তের লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তা নিয়োগ করে আনীত অভিযোগসমূহের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার কার্যালয়কে অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী নৌবাহিনী সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব নেছার আহমেদ খান তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে উল্লিখিত বুলস এর বুল ৭ এর সাব-বুল ২ এবং বুল ৭ এর সাব-বুল ৩ এর বিধান মতে যথাক্রমে অসদাচরণ (Misconduct) এবং দুর্নীতির (Corruption) অভিযোগ আনয়ন করে বুল ৮ এর সাব-বুল ১ অনুসারে গুরুদণ্ড প্রদানের যথেষ্ট কারণ থাকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা (ডি-১৮/০৭/২০২২) শুরু করা হয়;

যেহেতু, তিনি প্রেরিত অভিযোগনামায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের জনাব প্রদান করেন। অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড প্রযোজ্য হবে বিবেচনায় এবং বিভাগীয় মামলার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত কার্য সম্পাদন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বেগম উম্মে সালমার বিরুদ্ধে আনীত ১৫টি অভিযোগের মধ্যে ১২টি অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এবং অভিযোগসমূহের প্রেক্ষিতে উল্লিখিত বুরস এর বুল ৭ এর ২ এবং বুল-৭ এর সাব-বুল ৩ অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ (Misconduct) এবং দুর্নীতির (Corruption) এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, বেগম উম্মে সালমা, সহকারী পরিচালক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত)-কে উল্লিখিত বুলস এর বুল ৮ এর সাব-বু ১ অনুসারে গুরুদণ্ডের আওতায় কেন এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করা হবে না তা জানিয়ে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হলে তিনি লিখিত জনাব দাখিল করেন;

যেহেতু, বেগম উম্মে সালমার দাখিরকৃত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত উল্লিখিত অভিযোগসমূহ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1961'- এর বুল ৭ এর সাব-বুল ২ এবং বুল ৭ এর সাব-বুল ৩ অনুযায়ী যথাক্রমে অসদারচণ (Misconduct) এবং দুর্নীতির (Corruption) অভিযোগে উল্লিখিত বুলস এর বুল ৮ এর সাব-বুল ১(জি) অনুযায়ী বেগম উম্মে সালমা (পরিচিতি নং ১৫৬), সহকারী পরিচালক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত), নৌবাহিনী সদর দপ্তর-কে চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from service) গুরুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সানুগ্রহ অনুমোদিত হয়েছে; এবং

সেহেতু, বেগম উম্মে সালমা (পরিচিতি নং ১৫৬), সহকারী পরিচালক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত), নৌবাহিনী সদর দপ্তর-কে 'Civilian Employees in Defence Services (Classification, Control and appeal) Rules, 1961' এর বুল ৭ এর সাব-বুল ২ এবং বুল ৭ এর সাব-বুল ৩ অনুযায়ী যথাক্রমে অসদারচণ (Misconduct) এবং দুর্নীতির (Corruption) অভিযোগে উল্লিখিত বুলস এর বুল ৮ এর সাব-বুল ১ (জি) অনুযায়ী চাকরি থেকে অপসারণ (Removal from service) গুরুদণ্ড আরোপ করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
পুলিশ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৪ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৯৪.২৭.০৬৫.২৩-২৩**—যেহেতু, জনাব হামিদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০১১১৯৭৩০), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মহানগরী পুলিশ, বরিশাল-কে জনস্বার্থে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু জনাব মোঃ হামিদুল আলম, বিপিএম, পিপিএম (বিপি-৭২০১১১৯৭৩০), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, বরিশাল মহানগরী পুলিশ, বরিশাল-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন) এর ৩৯(১) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো

সাময়িক বরখাস্তকালীন তিনি পুলিশ অধিপ্তরে সংযুক্ত থাকবেন এবং বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিপিএএ
সিনিয়র সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৬ পৌষ, ১৪৩০/৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.২৭.০০৪.২৩-৭৭০**—যেহেতু, জনাব শরীফ উদ্দিন বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, হবিগঞ্জ, সংযুক্ত-মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এবং প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা হিসাবে কর্মকালে একই গাড়ীতে একই দিনে রাজস্বখাত ও প্রকল্প হতে জ্বালানী ব্যবহারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতির' দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

২। যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৫-১১-২০২৩ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি বলেন যে, একই দিনে রাজস্ব খাত ও এন. এ. টি. পি প্রকল্প হতে তেল উত্তোলনের বিষয়টি সঠিক নয়। গাড়ি চালক কর্তৃক ভুলক্রমে লগ বই এন্ট্রিতে কাটাকাটি করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, তেল ব্যবহার সংক্রান্ত ভ্রমণ বিল নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এন. এ. টি. পি প্রকল্পের বাজেট হতে নভেম্বর/২০২০ ও জানুয়ারি/২০২১ মাসে ভ্রমণ বিল নেওয়া হয়েছে; এবং

৩। যেহেতু, প্রকল্পের অডিট ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্পন্ন হয় বলে অডিট কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ০৩টি প্রকল্পের জন্য পৃথক ০৩টি লগ বই এবং রাজস্ব খাতের জন্য ০১টি লগ বই ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ০১টি লগ বই ব্যবহার করা হচ্ছে। অসাবধানতাবশত দ্রুত স্বাক্ষর সম্পাদনের জন্য লগ বইয়ের কিছু জায়গায় প্রথমে স্বাক্ষর ও মধ্যে টান দিয়ে শেষে স্বাক্ষর করা হয়েছে। জনস্বার্থে মৎস্য আইনকে সুফলভোগীদের মধ্যে অবহিত করার লক্ষ্যে প্রচার প্রচারণা খাতের টাকা দিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা খাতে ব্যয় করা হয়েছে। এখানে কোনো সরকারি অর্থের অপচয় হয়নি। অফিসের ব্যবহৃত গাড়িটি পুরাতন বিধায় ঘন ঘন নষ্ট হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গাড়িটি সচল রাখার স্বার্থে মেরামতের ব্যয়সীমা অতিক্রম করে ব্যয় করে গাড়ি মেরামত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো অসাবধানতাবশত প্রথম বার সংঘটিত এবং ভবিষ্যতে কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করে সরকারি দায়িত্ব পালন করবেন মর্মে অঙ্গীকার করেছেন; এবং

৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, অভিযুক্তের লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার প্রদত্ত বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা দেখা যায় যে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কিছুটা সত্যতা থাকলেও তিনি তার ভুল স্বীকার করেছেন; এবং

৫। যেহেতু, তিনি ব্লাড ক্যান্সার রোগে ভুগছেন এবং চিকিৎসা প্রক্রিয়া চলমান রেখেছেন। তিনি শারীরিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুস্থ। তার একটি ডাউন সিনড্রোম প্রতিবন্ধী মেয়ে সন্তান রয়েছে যা তার আয়ের উপর নির্ভরশীল; এবং

৬। সেহেতু, জনাব শরীফ উদ্দিন বর্তমানে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, হবিগঞ্জ, সংযুক্ত-মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এবং প্রাক্তন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা এর আবেদন মানবিক বিবেচনায় তাকে ভবিষ্যতের জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করে বিভাগীয় মামলার দায় থেকে অব্যহতি দিয়ে মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো;

৭। আদেশের অনুলিপি তার ডোসিয়ারে সংরক্ষণ করা হোক।

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১২.২১-৭৭১**—যেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (সাময়িক বরখাস্ত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডারের ০৩-০৬-২০১২ তারিখে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। তিনি গত ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ হতে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা কর্তৃক গত ০২-১২-২০২০ ও ০৭-০১-২০২১ তারিখে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও তিনি কোনো জবাব প্রদান না করায় পুনরায় তাকে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ০১-০২-২০২১ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ০৪-০২-২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করলেও ক্রমাগতভাবে সরকারি চাকরিতে অনুপস্থিত এবং জবাবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক, বিভ্রান্তিকর ও শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্য উপস্থাপন করেন যা ভিত্তিহীন এবং সন্তোষজনক নয় মর্মে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর মতামত প্রদান করেন। কর্মকর্তার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর শামিল এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় তাকে ২৮-১০-২০২০ তারিখ হতে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়; এবং

২। যেহেতু, পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় জিইপি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানি প্রদান করতে আগ্রহী কিনা তার জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে ইচ্ছুক নন মর্মে জানান; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধিমতে তদন্তের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব ফারহানা জাহান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় ও প্রমাণিত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে জনাব ফারহানা জাহানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্তকরণ সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক এ মন্ত্রণালয়ের ২২-০৬-২০২২ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১২৬.৩১.০১২.২১.৩৫২ নং স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। নোটিশ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্যাদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদানপূর্বক তার স্থায়ী ঠিকানা ও ব্যক্তিগত ই-মেইলে পত্র প্রেরণ করা হলে নির্ধারিত সময়ে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব ফারহানা জাহান কোনো জবাব দাখিল করেননি। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর কোনো জবাব প্রদান না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণের (Dismissal from service)' প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়; এবং

৫। যেহেতু, জনাব ফারহানা জাহানকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব ফারহানা জাহান এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্টপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে; এবং

৭। সেহেতু, জনাব ফারহানা জাহান, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ) (সাময়িক বরখাস্ত), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

৮। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৬ (দপ্তর ও সংস্থা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ পৌষ, ১৪৩০/০১ জানুয়ারি ২০২৪

নং **৪১.০০.০০০০.০১৯.০৫.০২৭.২২.২**—বাংলাদেশ সার্ভিস রুল পার্ট-১ এর ৩০০ (বি) বিধি মোতাবেক সমাজসেবা অধিদফতরাধীন জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, কচুয়া, বাগেরহাট এর বেতন সংরক্ষণযোগ্য হবে এবং ১০ আগস্ট ২০১৫ তারিখ হতে সরকারি চাকরির ধারাবাহিকতা বজায় ও পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা করা হবে।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পার-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৫ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৯.০০.০০০০.১১১.৯৯.০০৩.১৯-১৯৮**—মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং-১০১৯০/২০১৬, লিভ টু আপিল মামলা নং-৯১/২০১৮ এবং সিভিল রিভিউ পিটিশন নং-২১৯/২০১৮ রায় এর আদেশ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২১-১০-২০০৯ খ্রি. তারিখের

স্বাস্থ্য/হে:দে:চি:/২০০২/অনারারি/৯৫/৬৭৪৪/১(৩) নং-স্মারক ও ২৯-১২-২০০৯ খ্রি. তারিখের স্বাস্থ্য/হে:দে:চি:/২০০২/অনারারি/৯৫/৬৮৩৭/১(৩) নং-স্মারকে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০১-০৩-২০২১ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.১৫.০২০.১৮-৬১ নং স্মারক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১০-১১-২০২১ খ্রি. তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০৭.১৫.০০১.২১-৩২ নং স্মারক, অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ০৭-০২-২০২২ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৫৬.১৫.০০২.২২-১৪১ নং স্মারক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের ২৬-০৬-২০২২ খ্রি. তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭২.৪৩.১৫২.২১-১৩২ নং স্মারক এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০-০৯-২০২৩ খ্রি. তারিখের ১০.০০.০০০০.১২৯.০৪.২৭.২৩-১০৬ নং পত্রের অনুবৃত্তিক্রমে নিম্নবর্ণিত ১১ (এগার) জন অনারারি/অবৈতনিক শিক্ষকদের নামের বিপরীতে প্রভাষক পদে 'সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৬' এর গেজেট প্রণয়নের তারিখ অর্থাৎ ১২-০৫-২০১৬ খ্রি. হতে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল মিরপুর, ঢাকায় ভূতাপেক্ষভাবে আত্তীকরণ করা হলো :

ক্রমিক	নাম	জন্ম তারিখ	পদের নাম	বিষয়	বেতনস্কেল ও গ্রেড (জা.বে.স্কে, ২০১৫ অনুযায়ী)
১	মোঃ ইমরুল কায়েস পিতা- মো:আ: হাকিম	০১-০৯-১৯৭১ খ্রি.	প্রভাষক	হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
২	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী পিতা: মোঃ লুৎফর রহমান সিদ্দিকী	০৩-০৩-১৯৭২ খ্রি.	প্রভাষক	মনোবিজ্ঞান	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৩	মোঃ মসিউজ্জামান পিতা: কামিজ উদ্দিন আহমেদ	১৭-১২-১৯৭২ খ্রি.	প্রভাষক	হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি ও নিয়মনীতি	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৪	মুহাম্মদ শরীফুল হক পিতা: মুহাম্মদ এমদাদুল হক	২৫-১২-১৯৭৮ খ্রি.	প্রভাষক	হোমিওপ্যাথিক ফিলোসফি ও নিয়মনীতি	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৫	নূরে আলম রাসেল পিতা: মুখলেছুর রহমান	১৭-১২-১৯৭৯ খ্রি.	প্রভাষক	ব্যবহারিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৬	মোঃ রাশেদুল আরেফিন পিতা: মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	২১-১২-১৯৭৯ খ্রি.	প্রভাষক	ব্যবহারিক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৭	মোহাম্মদ শাহী এমরান হোসেন পিতা: মুহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া	৩০-১০-১৯৭৫ খ্রি.	প্রভাষক	মনোবিজ্ঞান	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৮	নরোত্তম দেবনাথ পিতা: গোপাল চন্দ্র দেবনাথ	১৬-০৮-১৯৭১ খ্রি.	প্রভাষক	ক্রনিক ডিজিজ, কেস টেকিং ও হোমিওপ্যাথিক রেপার্টারাইজেশন	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
৯	মোঃ সেলিমুর রহমান পিতা: মোঃ খালেক হোসেন	১৭-১১-১৯৭২ খ্রি.	প্রভাষক	ক্রনিক ডিজিজ, কেস টেকিং ও হোমিওপ্যাথিক রেপার্টারাইজেশন	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
১০	অশোক কুমার বিশ্বাস পিতা: চিত্ত রঞ্জন বিশ্বাস	০৭-১১-১৯৭৩ খ্রি.	প্রভাষক	হোমিওপ্যাথিক ফার্মেসী	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড
১১	আনোয়ার এইচ বিশ্বাস পিতা: মোঃ আবুল হোসেন বিশ্বাস	১৬-০৫-১৯৭৫ খ্রি.	প্রভাষক	কমিউনিটি মেডিসিন	২২০০০-৫৩০৬০/- ৯ম গ্রেড

শর্তাবলি :

(১) অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক নিয়োগবিধি প্রণয়নের তারিখ অর্থাৎ ১২-০৫-২০১৬ খ্রি. তারিখ থেকে তাদেরকে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আত্তীকরণপূর্বক বেতন ভাতাদি পরিশোধ করতে হবে; এবং অনারারি/অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে কর্মকালকে (যোগদানের তারিখ) কেবলমাত্র পেনশন এবং অবসর সুবিধাদি প্রদানের জন্য গণনা করা হবে;

(২) 'সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮' নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে;

(৩) এ প্রজ্ঞাপনে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, এরূপ ক্ষেত্রে চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের প্রচলিত ও ভবিষ্যতে প্রণীত বিধি-বিধান/আদেশ অনুসারে তাঁদের চাকরি নিয়ন্ত্রিত হবে;

(৪) সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩(১) উপ-বিধি অনুযায়ী সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সংবলিত একটি ঘোষণাপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন;

(৫) চাকরিতে যোগদানের পরবর্তী যে কোনো সময়ে তাঁর দাখিলকৃত শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদসহ অন্যান্য সনদ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হলে তিনি চাকরি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হবেন এবং সরকারি কোষাগার থেকে গৃহীত সকল অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন;

(৬) তাঁরা নিজে বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য কোনো যৌতুক নিবেন না এবং কোনো যৌতুক দিবেন না মর্মে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প মুচলেকা যোগদানপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;

(৭) তাঁদের জ্যেষ্ঠতা নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতি) বিধিমালা, ২০১১ এর উপবিধি-৪ এর ১(খ) নির্ধারিত হবে;

(৮) উল্লিখিত প্রার্থীদের আগামী ১৪-১২-২০২৩ খ্রি. তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে;

(৯) প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাপূর্বক চাকরিতে যোগদান করতে হবে;

(১০) প্রার্থীদের চাকরিতে যোগদানের পর বাধ্যতামূলকভাবে পুলিশ ভেরিফিকেশন করতে হবে;

(১১) চাকরিতে যোগদানের জন্য প্রার্থীগণ কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন না।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন পারভীন
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
প্রশাসন ও সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ ফাল্গুন ১৪৩০/০৪ মার্চ ২০২৪

নং **৩৭.০০.০০০০.০৬১.১৩.০০১.২০১০-৪৮**—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে (UNESCO Executive Board) বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব তারিক সুজাত, কবি ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বাড়ি নং-৫১ (১ম তলা), সড়ক নং-৩৫/এ, গুলশান-২, ঢাকা-কে নিয়োগ প্রদান করেছে। এছাড়া প্যারিসস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এবং ইউনেস্কোতে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব খন্দকার এম. তালহা এবং বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুবাইদা মান্নানকে বিকল্প প্রতিনিধি হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

২। এ মনোনয়ন ইউনেস্কো নির্বাহী বোর্ডে বাংলাদেশ বর্তমান মেয়াদে সদস্য থাকাকালীন (২০২৪-২০২৭) অথবা পরবর্তী কোনো নির্দেশনা প্রদান না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। জনস্বার্থে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সাইফুর রহমান খান
উপসচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ জুন ২০২৪ খ্রিঃ

নং **৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৯২.১৮-১৮৪**—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার কুমিল্লা জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রম: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	কোহিনুর বেগম, স্বামী-মো: ফজলুল হক, লুসা লজ, মুগলটুলি, কুমিল্লা;	চেয়ারম্যান

ক্রম: নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০২	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	নাছরিন আক্তার মুন্নী, স্বামী-জামাল হোসেন, মধ্যম আশ্রাফপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা;	সদস্য
০৩	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	রাশেদা আক্তার, স্বামী-বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী হোসেন, প্রায়াস ১৫০৮, নোয়াব মিয়া সড়ক, রেইসকোর্স, কুমিল্লা;	সদস্য
০৪	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	এড. ফাহমিদা, স্বামী-ফয়সাল কবির, ৪১, বিষ্ণপুর মৌলভীপাড়া, কুমিল্লা;	সদস্য
০৫	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	অধ্যা: নাছিমা আক্তার পুতুল, স্বামী-মো: আবদুল হাকিম, সানন্দা, এলাহীপুর, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা;	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের কোহিনুর বেগম, স্বামী-মো: ফজলুল হক উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ১২-০৬-২০২৪ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১/০৪ জুন ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৮.৭৪-১১১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ আল আমিন, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮১ খ্রি., পিতা-মৃত সামছু উদ্দিন আহমেদ, মাতা-মৃত রোকেয়া, ৭২/২, খানপুর ব্রাঞ্চরোড, ডাকঘর-নারায়ণগঞ্জ-১৪০০, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, থানা-নারায়ণগঞ্জ সদর, জেলা-নারায়ণগঞ্জ) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১২ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।